তথ্যবিবরণী                                                                                    নম্বর : ২৫২৪

**বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর মহাপরিচালকের মৃত্যুতে**

**জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২৭ আষাঢ় (১১ জুলাই) :

 বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর মহাপরিচালক মোঃ আমিনুল ইসলামের মৃত্যুতে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

 এক শোকবার্তায় প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমিনুল ইসলাম ছিলেন একজন কর্মনিষ্ঠ, সৎ, দক্ষ ও মেধাবী কর্মকর্তা। তিনি ছিলেন দেশ ও জনগণের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। তাঁর মৃত্যুতে দেশ একজন মেধাবী কর্মকর্তাকে হারালো।

 প্রতিমন্ত্রী মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

 এছাড়া জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব শেখ ইউসুফ হারুন গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

#

শিবলী/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                    নম্বর : ২৫২৩

**নতুন জীবনধারার সাথে খাপ খাওয়াতে প্রযুক্তি ব্যবহারের বিকল্প নেই**

 **-- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৭ আষাঢ় (১১ জুলাই) :

 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, নতুন জীবনধারার সাথে খাপ খাওয়াতে প্রযুক্তি ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই।

 প্রতিমন্ত্রী আজ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ঈদুল আজহায় সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা বিবেচনা করে কিছু সংখ্যক তরুণ উদ্যোক্তার তৈরি করা ভার্চুয়াল কোরবানির গরুর হাট সাইট, "[deshigorubd.com](http://deshigorubd.com/)" এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন উপলক্ষে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন।

 পলক বলেন, ‘করোনাকালে দেশের এই বিরাজমান পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। অনলাইনে কোরবানি পশু বিক্রির সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় অনেক তরুণ খামারি ন্যায্য মূল্যে তাদের গরু-ছাগল বিক্রি করতে পারবেন। করোনার ফলে সারা বিশ্বে একদিকে যেমন অনেক মানুষ কাজ হারাচ্ছে, তেমনি তথ্যপ্রযুক্তি-নির্ভর অনেক নতুন পেশা ও কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে বলে তিনি জানান।’

 পলক এ অনলাইন দেশি গরুর হাটের সাইট তৈরির উদ্যোক্তাদের স্বাগত জানিয়ে আরো বলেন, এই সাইটের মাধ্যমে কোরবানির গরু ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি হবে এবং ন্যায্য মূল্যে ক্রয় ও বিক্রয় করতে পারবে।

 পরে তিনি গরুর হাটের সাইটির উদ্বোধন করেন।

 অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট লিমিটেডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহজাহান, ই-ক্যাব এর প্রেসিডেন্ট শমী কায়সার, অনলাইন দেশি গরুর হাট সাইট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক খন্দকার রাইসুল ইসলাম ও পরিচালক টিটু রহমান।

#

শহিদুল/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                    নম্বর : ২৫২২

**গণতন্ত্র ও গণমাধ্যম অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত**

 **-- তথ্য প্রতিমন্ত্রী**

জামালপুর, ২৭ আষাঢ় (১১ জুলাই) :

 তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসান বলেছেন, গণতন্ত্র ও গণমাধ্যম অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত; এর যে কোনো একটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে অন্যটিও অক্ষত থাকতে পারে না। তাই বর্তমান সরকার একদিকে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে নিরন্তর কাজ করছে অন্যদিকে গণমাধ্যমকে শক্তিশালী করতেও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ দুপুরে জামালপুর প্রেসক্লাবের দ্বিতল ভবন কমপ্লেক্সের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, গণমাধ্যম উন্নয়ন ও অগ্রগতির রূপরেখা অঙ্কন করে সরকারের পরিকল্পনা প্রণয়নে যেমন সহায়তা করে তেমনি সরকারের দোষ ত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে এবং যে কোনো সিদ্ধান্তের গঠনমূলক সমালোচনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ জন্য গণমাধ্যমকে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলা হয়ে থাকে।

 প্রেসক্লাব কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মির্জা আজম। অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এমপি, জমালপুর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ফারুক আহমেদ চৌধুরী, জামালপুর পৌর মেয়র মির্জা সাখাওয়াতুল আল মনি প্রমুখ।

#

মাহবুবুর/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৯৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                    নম্বর : ২৫২১

**স্বাস্থ্যসেবায় ঘাটতি রাখা যাবে না**

 **-- স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৭ আষাঢ় (১১ জুলাই) :

 স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, "গোটা বিশ্বে করোনার তাণ্ডব চলছে। এর কোন ভ্যাক্সিন ও ঔষধ এখনো বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করতে সক্ষম হননি। কিন্তু তাই বলে করোনার বাইরেও মানুষের অন্যান্য রোগব্যাধি তো থেমে থাকবে না। কাজেই মহামারি যতই বৃহৎ আকারে থাকুক মানুষের স্বাস্থ্যসেবায় কোন ঘাটতি রাখা যাবে না। দেশের প্রান্তিক অঞ্চল থেকে শুরু করে শহর, গ্রামে সবখানেই এবং স্বাস্থ্যখাতের সকল স্তরে মানুষের স্বাস্থ্যসেবা সমানভাবে অব্যাহত রাখতে হবে।"

 আজ অনলাইন জুম মিটিং এর মাধ্যমে ৩১তম বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উপলক্ষে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বর্তমানের করোনা ক্রান্তিকালে দেশের প্রায় ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও হাসপাতালসমূহে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে যে ৫২ হাজার কর্মী নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন সেজন্য তাদের প্রত্যেককে সাধুবাদ জানান ও মানুষের সেবায় প্রত্যেককে আরো নিবেদিত হয়ে কাজ করে যাবার আহ্বান জানান।

 কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সরকার দিবসটি ভার্চুয়াল মাধ্যমে আয়োজন করছে। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য "Putting the brakes on Covid-19: how to safeguard the health and rights of women and girls now". যার বাংলা ভাবানুবাদ ঠিক করা হয়েছে-"মহামারি কোভিড-১৯ কে প্রতিরোধ করি, নারী ও কিশোরীর সুস্বাস্থ্যের অধিকার নিশ্চিত করি"। দিবসটি উপলক্ষে জাতীয় পর্যায় হতে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সীমিত আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে আলোচনা সভা, প্রেস ব্রিফিং, ক্রোড়পত্র প্রকাশ, পুরষ্কার বিতরণ, আইইসি ম্যাটেরিয়াল প্রণয়ন ও প্রচার করা হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে একটি প্রতিপাদ্য সংগীত ও একটি প্রামাণ্য চিত্রও তৈরি করা হয়েছে।

 স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের সচিব আলী নূরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশ নেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মোঃ আব্দুল মান্নান,স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং ইউএনএফপিএ এর দেশীয় প্রতিনিধি Dr. Asa Torkelsson, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সাহান আরা বানু এনডিসি। অনুষ্ঠানে সুচনা বক্তব্য রাখেন আইইএম শাখার পরিচালক ড. আশরাফুন্নেছা।

#

মাইদুল/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৭৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                    নম্বর : ২৫২০

**লোকসমাগম কমিয়ে কুরবানির পশুর হাট আয়োজনের আহ্বান স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর**

ঢাকা, ২৭ আষাঢ় (১১ জুলাই) :

 আসন্ন পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে কোরবানির গবাদিপশু বেচাকেনার জন্য করোনা প্রতিরোধে বৃহৎ পরিসরে লোক সমাগম কমিয়ে হাট আয়োজন করার আহ্বান জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম।

 মন্ত্রী আজ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন কোরবানির পশু অনলাইনে বিক্রির প্ল্যাটফর্ম "ডিএনসিসি ডিজিটাল হাট" এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিয়ে এই আহ্বান জানান। এ সময় তিনি ডিজিটাল হাট থেকে প্রথম কুরবানির পশু ক্রয় করে অনলাইনে কেনা বেচারও উদ্বোধন করেন।

 মন্ত্রী বলেন, শহর অঞ্চল ছাড়াও গ্রামগঞ্জে একটি বা দুইটি জায়গায় কোরবানির পশু বেচাকেনা করা জন্য নির্ধারণ না করে একটি ওয়ার্ডে বা ইউনিয়নে বিস্তৃত স্থানে আয়োজন করলে করোনা সংক্রমণের বিস্তাররোধে ভূমিকা রাখবে। এতে করে একদিকে যেমন পশু কেনাবেচার ওপর কোন প্রভাব পড়বে না অন্যদিকে সাধারণ মানুষকে করোনার হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

 কুরবানির পশুর বেচাকেনার জন্য যেখানেই হাট বসানো হোক না কেন সেখানে অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধি, সামাজিক দূরত্ব-সহ সরকারের অন্যান্য নির্দেশনা মেনেই বসাতে হবে এবং এ লক্ষ্যে তার মন্ত্রণালয় একটি প্রাথমিক বৈঠক করেছে বলেও উল্লেখ করেন মন্ত্রী।

 যেসব এলাকায় করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বেশি বা যে এলাকাগুলোকে হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে সেসব এলাকায় পশুর হাট বসানো বর্জন করার আহ্বান জানান মন্ত্রী।

 করোনা সংকটে ডিজিটাল পদ্ধতিতে গবাদিপশু কেনাবেচার গুরুত্ব তুলে ধরে এটি দেশে নতুন মাত্রা যোগ করবে জানিয়ে মন্ত্রী আশা প্রকাশ করে বলেন, করোনার সংকট থেকে মুক্তি হওয়ার পরেও অনলাইনে গবাদিপশু ছাড়াও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাবেচা অব্যাহত থাকবে।

 ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান বিশেষ অতিথি হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার মুস্তাফিজুর রহমান, এফবিসিসিআই সভাপতি শেখ ফজলে ফাহিম প্রমুখ অনলাইনে অংশগ্রহণ করেন।

#

হায়দার/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৭৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                    নম্বর : ২৫১৯

**কায়িক শ্রমের সাথে ডিজিটাল দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য**

 **-- টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৭ আষাঢ় (১১ জুলাই) :

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, কায়িক শ্রমের সাথে ডিজিটাল প্রযুক্তির সংযোগ ঘটিয়ে ডিজিটাল দক্ষতা অর্জন করাটা ডিজিটাল শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য অপরিহার্য। সেটি না পারলে দেশে এবং দেশের বাইরে কায়িক শ্রমে নিযুক্ত মানুষগুলোর অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকা খুবই কঠিন হবে। দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির ঘাটতি পূরণে তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাশাপাশি উপযোগী দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির জন্য উচ্চ শিক্ষায় ডিজিটাল রূপান্তরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

 মন্ত্রী আজ ঢাকায় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং বাংলাদেশ সোস্যাইট ফর হিউম্যান রিসোর্স এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ভার্চুয়াল জব ফেস্টিভাল এর উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ আহ্বান জানান।

 মন্ত্রী করোনা পরবর্তী পৃথিবীতে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার শতগুণ বেড়ে যাবে বলে সতর্ক বার্তা উচ্চারণ করে বলেন, করোনা পরবর্তী পৃথিবী আগের সময়ে ফিরে যাওয়ার সুযোগ নেই। প্রতিটি দুর্যোগে সুযোগও সৃষ্টি হয়। আমাদের সামনে প্রযুক্তির অসীম সম্ভাবনা অপেক্ষা করছে। বাংলাদেশ এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে প্রস্তুত। এই জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯১-৯৬ সালেতো কাজ করেছেনই এখন গত ২০০৯ সাল থেকে কাজ করছেন। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা মোবাইল উৎপাদন করছি, কম্পিউটার উৎপাদন করছি এবং বিশ্বের ৮০টি দেশে সফটওয়্যার রপ্তানি করছি। নাইজেরিয়া ও নেপাল-সহ বিশ্বের অনেক দেশ মেড ইন বাংলাদেশ কম্পিউটার আমদানি করছে। যুক্তরাষ্ট্রে মোবাইল রপ্তানি হচ্ছে। গত একযুগের বাংলাদেশ এক অভাবনীয় বাংলাদেশ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, দেশের ৩হাজার ৮শত ইউনিয়নে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ প্রায় সম্পন্ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৭শত ৭৭টি দুর্গম অঞ্চলের সংযোগ স্থাপনের কাজ চলছে। দুর্গম চরাঞ্চল ও দ্বীপে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে উচ্চ গতির ব্রডব্যান্ড সংযোগ স্হাপনের কাজ চলছে। ২১সালে ৫জি প্রযুক্তির যুগে প্রবেশ করার প্রস্তুতিও ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। দেশের মোবাইল অপারেটরসমূহকে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ফোর-জি সংযোগ সম্পন্ন করার জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, দেশের প্রতিটি গ্রামে শিক্ষার্থীরা অনলাইনে পাঠ গ্রহণ করছেন। মন্ত্রী দেশের ডিজিটাল প্রযুক্তি বিকাশে প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগ বেগবান করতে ডিজিটাল প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট ট্রেডবডিসমূহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে উল্লেখ করে বলেন, ট্রেডবডিসমূহের প্রত্যেকেই ডিজিটাল প্রযুক্তির অগ্রণী সৈনিক ।

 অনুষ্ঠানে বেসিস সভাপতি সৈয়দ আলমাস কবির, বিসিএস সভাপতি শহিদুল মনির, বাক্কো সভাপতি ওয়াহিদুর রহমান শরীফ, সেক্রেটারি তৌফিক আহমেদ এবং ড্যাফোডিল পরিবারের স্কিল জব বিষয়ক প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ নুরুজ্জামান অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন।

#

শেফায়েত/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৭২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                    নম্বর : ২৫১৮

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৭ আষাঢ় (১১ জুলাই) :

          ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এনডিআরসিসি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৬৪ জেলায় ইতোমধ্যে ২ লাখ ১১ হাজার ১৭ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া শিশু খাদ্য-সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ১২২ কোটি ৯৭ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত এ সাহায্য দেশের সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে।

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী আজ দেশে নতুন করে আরো ২ হাজার ৬৮৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১ লাখ ৮১ হাজার ১২৯ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৩০ জন-সহ এ পর্যন্ত ২ হাজার ৩০৫ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ১১ হাজার ১৯৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৮৮ হাজার ৩৪ জন।

          এখন পর্যন্ত সর্বমোট ২৫ লাখ ২৮ হাজার ২৪৫টি পিপিই সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে মোট বিতরণ করা হয়েছে ২৪ লাখ ৪২ হাজার ১৬৪টি এবং মজুত আছে ৮৬ হাজার ৮১টি।

          সারা দেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে ৬২৯টি প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের সেবা প্রদান করা যাবে ৩১ হাজার ৯৯১ জনকে।

#

তাসমীন/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৭৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫১৭

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী

**করোনাকালে নারী ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে সরকার**

ঢাকা ২৭ আষাঢ় (১১ জুলাই) :

 ‘অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে বাংলাদেশ দ্রুতগতিতে অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করছে। বিশ্বের উচ্চপ্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম দিকে। বাংলাদেশের এই অগ্রগতির পিছনে বড় অবদান রয়েছে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের। কারণ দেশে এখন কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ, যাদের বয়স ১৫- ৫৯ বছরের মধ্যে। গত একদশকে দারিদ্র্যের হার ২০.৫০ শতাংশে ও উচ্চ দারিদ্যের হার ১০.৫ শতাংশে নামিয়ে আনতে কর্মক্ষম মানুষের এই শ্রেণি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের যে সুবর্ণ সময় পার করছে দেশকে উন্নত দেশের কাতারে নিয়ে যেতে তার শতভাগ সুবিধা কাজে লাগাতে হবে।’

 মহিলা শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা আজ ঢাকায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগ এবং ইউনাইটেড নেশনস্ পপুলেশন ফান্ড (ইউএনএফপিএ)-এর যৌথ উদ্যোগে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন পর্বে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 কোভিড- ১৯ এর কারণে দিবসটি ভিন্নভাবে উদ্‌যাপিত হচ্ছে উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, করোনার সময়ে মানুষ ঘরে থাকতে বাধ্য হচ্ছে যার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নারী ও শিশু সহিংসতার স্বীকার হচ্ছে। তবে করোনার সময়েও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় হেল্পলাইন ১০৯, মনোসামাজিক ও আইনি সেবা প্রদানের মাধ্যমে তাদের পাশে রয়েছে। একই সাথে করোনাকালেও নারী ও শিশুর নিরাপদ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে জেলা ও উপজেলা হাসপাতাল-সহ দেশব্যাপী ১৪ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ৩ হাজারের বেশি ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র কাজ করে যাচ্ছে।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বিশ্বের ৯০ ভাগ নারী অর্থনীতির অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে কাজ করে যেখানে চাকুরির নিশ্চয়তা কম। কোভিড- ১৯ তাদের জন্য স্বাস্থ্য ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে বড় ঝুঁকি তৈরি করেছে। করোনা মহামারির প্রভাবে অর্থনীতি যে ঝুঁকিতে পড়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অর্থনীতিতে গতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে এক লাখ কোটি টাকার বেশি ১৯টি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করছেন। প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত এসব প্রণোদনা থেকে আমাদের দেশের নারী উদ্যোক্তা ও কর্মজীবী নারীরা সরাসরি উপকৃত হবেন।

 বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০২০ এর উদ্বোধন পর্বে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম জুমের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. আকতারুজ্জামান সূচনা বক্তব্য করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউএনএফপিএ’র কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টিভ ড. আশা তরকেলশন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. সাদেকা হালিম।

 আলোচনায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, উন্নয়নসহযোগী-সহ দেশ-বিদেশের দুইশত পঞ্চাশেরও বেশি কর্মকর্তা ও গবেষক ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যোগদান করে। উদ্বোধনপর্ব শেষে টেকনিক্যাল সেশনে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তারা আলোচনা করেন।

#

আলমগীর/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৭২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                              নম্বর : ২৫১৬

**করোনাকালে অনেকেই জনগণের পাশে নেই**

 **-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা ২৭ আষাঢ় (১১ জুলাই) :

 তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, করোনা মহামারির এ সময় সমালোচনার বাক্স নিয়ে বসে থাকা বিএনপি ও এমন অনেকেই জনগণের পাশে নেই। বিবেকহীন অন্ধ সমালোচনা পরিহার করে তাদের সরকারের সাথে জনগণের জন্য কাজ করার আহ্বান জানান মন্ত্রী।

 আজ দুপুরে রাজধানীর কাকরাইলে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে করোনা পরিস্থিতিতে সাংবাদিকদের মাঝে সহায়তা চেক বিতরণের চলমান কার্যক্রম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

 তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে শুরু করে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম ও বিশ্বের শীর্ষ পত্রপত্রিকা যেখানে করোনা মোকাবিলায় সরকারের সক্ষমতা ও পদক্ষেপগুলোর প্রশংসা করেছে, সেখানে বিএনপি নেতারা প্রতিদিন যে ভাষায় শুধু সমালোচনাই করে যাচ্ছেন, তা অত্যন্ত দুঃখজনক।'

 ‘অবশ্যই সমালোচনা থাকবে, সরকারকে সবাই পরামর্শ দিতে পারে, সেই গণতান্ত্রিক রীতি আমরা সমাদৃত করি, কিন্তু অন্ধ ও বিবেকহীন সমালোচনা ও কোনো কাজে ভালো দেখতে না পারা চোখ থাকতে অন্ধের মতো আচরণ,’ বলেন ড. হাছান।

 'দেশে বহু এনজিও আছে যারা বিদেশি অর্থ পায়, এখন তাদের পাওয়া যাচ্ছে না, কয়টি এনজিও মানুষের সহায়তায় এগিয়ে এসেছে' প্রশ্ন রাখেন মন্ত্রী।

 ড. হাছান বলেন, 'করোনা দুর্যোগে জনগণকে সহায়তায় সরকার প্রাণান্তকর চেষ্টা করে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতিহাসের বৃহত্তম ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। লাখ লাখ মানুষ তাদের মোবাইল ফোনে সহায়তার টাকা পেয়ে যাচ্ছে, যা কেউ আশা করেনি, আগে কখনো ঘটেনি। এ সময় জাতীয় ঐক্য প্রয়োজন।’

 জীবনকে হাতের মুঠোয় নিয়ে সাংবাদিকরা করোনাকালে কাজ করছেন, অনেকে আক্রান্ত হয়েছেন, কয়েকজন মৃত্যুবরণ করেছেন এবং সাংবাদিকরা হাত গুটিয়ে বসে থাকলে মালিকেরা চাইলেও গণমাধ্যম চালু থাকতো না, বলেন তথ্যমন্ত্রী। মানবিক বিবেচনায় সরকার যেমন সাংবাদিকদের সহায়তা করছে, এ সময় গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকদের অনেকের সাময়িক কষ্ট হলেও গণমাধ্যমকর্মীদের বেতন-ভাতা নিয়মিত পরিশোধ ও চাকুরিচ্যুতি না করার জন্য পুনরায় অনুরোধ করেন ড. হাছান মাহ্‌মুদ। গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর সহায়তায় সরকারি পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী জানান, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের বকেয়া বিল পরিশোধের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে সকল মন্ত্রণালয়ে পত্র ও তাগিদ দেয়া হয়েছে যাতে করে সংবাদকর্মীদের বেতন দিতে সুবিধা হয়।

 প্রধানমন্ত্রীর সাথে তার আলোচনার কথা উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, করোনা ও করোনা উপসর্গে মৃত্যুবরণকারী সাংবাদিকদের প্রত্যেকের পরিবারকে ইতোমধ্যে ৩ লাখ টাকা করে সহায়তা দেয়া হয়েছে, সেই পরিবারেরা আবেদন করলে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে আরো সহায়তা দেয়া হবে।

 ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন-ডিইউজে সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাফর ওয়াজেদ ও বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন-বিএফইউজে সভাপতি মোল্লা জালাল। সহায়তাপ্রাপ্ত সাংবাদিক প্রতিনিধি হিসেবে বক্তৃতা করেন আতাউর রহমান জুয়েল ও মোহাম্মদ তারিক আল বান্না।

 এদিনের অনুষ্ঠানে ২০০ সাংবাদিককে চেক প্রদান করা হয়। এছাড়া চলমান সহায়তার প্রথম পর্বে এ পর্যন্ত ৪৮টি জেলায় সাংবাদিক ইউনিয়ন ও প্রেসক্লাবের মাধ্যমে সাংবাদিকদের কাছে এ সহায়তা পৌঁছেছে বলে জানান ডিইউজে সভাপতি।

#

আকরাম/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৭০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                              নম্বর : ২৫১৫

**রোগগ্রস্ত ও কোরবানির অনুপযুক্ত পশু বিক্রি বন্ধে ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম কাজ করবে**

 -মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী

ঢাকা ২৭ আষাঢ় (১১ জুলাই) :

 আসন্ন ঈদুল আযহায় রোগগ্রস্ত ও কোরবানির অনুপযুক্ত পশু বিক্রি বন্ধে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম কাজ করবে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

 আজ কোরবানির গবাদিপশু বিপণনের অনলাইন প্লাটফর্ম ‘ডিএনসিসি ডিজিটাল হাট’-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে রাজধানীর বেইলী রোডস্থ সরকারি বাসভবন থেকে অনলাইনে সংযুক্ত হয়ে মন্ত্রী এ কথা জানান।

  মন্ত্রী আরো বলেন,  কোরবানির জন্য যে পরিমাণ গবাদিপশুর সরবরাহ দরকার তা দেশেই রয়েছে। আমরা বিদেশ থেকে একটা পশুও আমদানি করবো না। দেশের খামারিরা চমৎকার গবাদিপশু উৎপাদন করছেন। যা বাজারে দরকার তার চেয়ে বেশী উৎপাদন রয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে জীবন ও জীবিকা চালিয়ে রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনায় আমরা সবাই মিলে কাজ করে যাচ্ছি।

 মন্ত্রী তার বক্তব্যে কোরবানির ডিজিটাল হাট প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকে সময়োচিত পদক্ষেপ নেয়ার জন্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান। এ কাজে প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সহযোগিতা করবে বলেও আশ্বস্ত করেন।

 ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার মুস্তাফিজুর রহমান, এফবিসিসিআই সভাপতি শেখ ফজলে ফাহিম প্রমুখ অনলাইনে অংশগ্রহণ করেন।

 #

ইফতেখার/গিয়াস/খোরশেদ/২০২০/১৬০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                              নম্বর : ২৫১৪

**পল্লী উন্নয়ন কাডেমী বগুড়ার মহাপরিচালক এর মৃত্যুতে এলজিআরডি মন্ত্রী শোক**

ঢাকা ২৭ আষাঢ় (১১ জুলাই) :

 পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ার মহাপরিচালক মোঃ আমিনুল ইসলামের মৃত্যুতে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম নিজ এবং মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

করোনায় আক্রান্ত মোঃ আমিনুল ইসলাম আজ (শনিবার, ১১ই জুলাই) রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওযা ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

স্থানীয সরকার মন্ত্রী এক শোক বার্তায মরহুমের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

হায়দার/গিয়াস/খোরশেদ/২০২০/১৫৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                              নম্বর : ২৫১৩

**বিএসটিআই'র মাঠ পর্যায়ের জনবলকে পেশাগত সততা বজায় রাখার নির্দেশ শিল্প সচিবের**

ঢাকা ২৭ আষাঢ় (১১ জুলাই) :

          ভোক্তা পর্যায়ে মানসম্মত খাদ্যপণ্য ও সেবা পৌঁছে দিতে বিএসটিআই'র মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা- কর্মচারীদের পেশাগত সততা, দক্ষতা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাসহ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অর্পিত দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা দিয়েছেন শিল্প সচিব কে এম আলী আজম। বিএসটিআই জাতীয় পর্যায়ে একমাত্র মান নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই প্রতিষ্ঠানের পেশাদারিত্ব, স্বচ্ছতা ও দক্ষতার ওপর শিল্পখাতের উন্নয়ন এবং মানসম্মত শিল্পায়ন নির্ভর করে।

 শিল্পসচিব আজ বরিশাল সার্কিট হাউজে বরিশাল বিভাগে কর্মরত বিএসটিআইয়ের কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠককালে এ নির্দেশনা দেন।

 বৈঠকে বিএসটিআই'র বরিশাল বিভাগীয় উপ-পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ শফিউল্লাহ খান বরিশাল বিভাগে বিএসটিআইয়ের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে শিল্প সচিবকে অবহিত করেন। এ সময় সহকারী পরিচালক (সিএম) প্রকৌশলী মোঃ জাহিদুর রহমান বরিশাল বিভাগে বিএসটিআইয়ের চলমান কর্মসূচী বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতাগুলো তুলে ধরেন।

 শিল্প সচিব বলেন, করোনার প্রাদুর্ভাবের ফলে বিশ্বব্যাপী শিল্পায়নের গতি প্রকৃতি পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে খাপ খাইয়ে নিতে শিল্পোৎপাদন, শিল্প ব্যবস্থাপনা, মান নিয়ন্ত্রণ ও সাপ্লাই চেইনে নতুন প্রযুক্তি ও ধারণা যুক্ত হচ্ছে। এই অবস্থায় প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা বাংলাদেশের শিল্পখাতের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। এর মোকাবেলায় দেশে গুণগতমানসম্পন্ন শিল্পপণ্য উৎপাদন, বিপণন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও চাহিদা মাফিক পণ্য বৈচিত্রকরণের উদ্যোগ জোরদার করতে হবে। একই সাথে তিনি শিল্পোৎপাদনের চাকা সচল রাখতে স্থানীয় পর্যায়ে পণ্যের ক্রেতা সৃষ্টি ও বাজার সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

 শিল্পসচিব আরও বলেন, দেশীয় পণ্যের গুণগত মান সম্পর্কে ভোক্তা সাধারণের মাঝে আস্থা বৃদ্ধি করা জরুরি। তিনি তৃণমূল পর্যায়ে নিরাপদ ও মানসম্মত পণ্য ও সেবার নিরবচ্ছিন্ন সাপ্লাই চেইন অব্যাহত রাখতে পণ্য ও সেবার গুণগত মান নির্ধারণে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব, সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার তাগিদ দেন। এক্ষেত্রে শিল্প মন্ত্রণালয় কোনো ধরনের ব্যত্যয়কে প্রশ্রয় দিবেনা বলে তিনি দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করেন।

#

জলিল/গিয়াস/খোরশেদ/২০২০/১৫৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                              নম্বর : ২৫১২

সুন্দর ভাবে বেঁচে থাকার জন্য অধিক পরিমাণে গাছ লাগাতে হবে

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন

ঢাকা ২৭ আষাঢ় (১১ জুলাই) :

          পরিবেশ,বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, কোভিড-১৯ এর কারণে বিশ্ব চরম বিপর্যয়কাল অতিক্রম করলেও নিজেদের সুন্দর ভাবে বেঁচে থাকার স্বার্থেই অধিক পরিমাণে গাছ লাগানোর কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি এবং বায়ু, পানি, শব্দ দূষণের প্রভাব মানবজাতির ওপর দীর্ঘমেয়াদি ও মারাত্মক তাই এগুলো থেকে রক্ষা পেতে পরিবেশ, বন ও বন্যপ্রাণি সংরক্ষণে সরকারের পাশাপাশি সকলকে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে অপরিহার্য বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়াতে খোলা জায়গায় বিশেষ করে সকল প্রতিষ্ঠানে আবশ্যিকভাবে বৃক্ষরোপণ ও তা সংরক্ষণে কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

 আজ মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে “মহামারী কোভিড-১৯ কে প্রতিরোধ করি, নারী ও কিশোরীর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করি” প্রতিপাদ্য ধারণ করে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০২০ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান, কোভিড-১৯ প্রতিরোধ, ত্রাণ বিতরণ এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মতবিনিময় সভায় ঢাকাস্থ সরকারি বাসভবন থেকে অনলাইনে যুক্ত হয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

 পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, কোভিড-১৯ কালীন সময়েও সরকার জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও জীবন-জীবিকা রক্ষায় নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। বিশেষ করে নারী ও কিশোরীর  প্রজনন স্বাস্থ্য এবং মা-শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সরকারের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত এবং বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করে জনগণকে জনসম্পদে পরিণত করা সরকারে লক্ষ্য।

 পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, কোভিড-১৯ মোকাবিলাসহ রোগমুক্ত থাকতে সবাইকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে।   আসন্ন কোরবানীতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পশু কোরবানী দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান ।

 মৌলভীবাজারের জেলা প্রশাসক মীর নাহিদ আহসান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মৌলভীবাজার-৩ আসনের সংসদ সদস্য নেছার আহমদ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিজুর রহমান, পুলিশ সুপার ফারুক আহমদ, সিভিল সার্জন ডা: তওহীদ আহমদ, পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপপরিচালক মো: আব্দুর রাজ্জাক প্রমূখ।

 উল্লেখ্য, মতবিনিময় সভার পর বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০২০ উপলক্ষে মৌলভীবাজার জেলার পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের বার্ষিক কাজের মূল্যায়নে শ্রেষ্ঠ পাঁচ জন কর্মী এবং পাঁচটি প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

#

দীপংকর/গিয়াস/খোরশেদ/২০২০/১৪৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                              নম্বর : ২৫১১

**গণ মাধ্যমের অনলাইন সংস্করণ প্রকাশনা অপরিহার্য: টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

 ঢাকা ২৭ আষাঢ় (১১জুলাই) :

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, সময়ের অনিবার্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কাগজ ও টিভি ভিত্তিক গণমাধ্যমসমূহের ডিজিটাল প্রকাশনা অপরিহার্য। ডিজিটালাইজেশনের কারণে অনলাইন ভার্সন এখন জাতীয় গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। আমাদের গণমাধ্যমসমূহ খুবই গুরুত্বের সাথে অনলাইন সংস্করণ প্রকাশ করা শুরু করেছে। করোনাকালে এর প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়েছে। করোনা পরবর্তীতেও এই ধারা পিছনে ফিরে যাওয়ার আর কোন সুযোগ নেই।

 মন্ত্রী গতকাল রাতে ডিজিটাল প্লাটফর্মে তাঁর ঢাকায় সরকারি বাসভবন থেকে ভৈরব প্রেসক্লাবে আয়োজিত ভৈরব থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক জনপদ পত্রিকার অনলাইন ভার্সনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, অনলাইন পত্রিকা সারা পৃথিবীর পাঠকদের কাছেই জনপ্রিয় এবং দিনদিন তা বাড়ছেই। ইলেকট্রনিকস ও প্রিন্ট মিডিয়া সমানভাবেই তা করছে। ডিজিটাল যুগে বসবাস করে ডিজিটাল মাধ্যম আমাদের ব্যবহার করতেই হবে,এটাই সত্য।

 মোস্তাফা জব্বার বলেন, ৮৭ সালে সীসার হরফ বাদ দিয়ে কম্পিউটারে বাংলা হরফে আনন্দপত্র পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে কম্পিউটারে বাংলাপত্রিকা প্রকাশনার যাত্রা শুরু হয়। সে সময় কম্পিউটারে বাংলা পত্রিকা প্রকাশের তার উদ্যোগটি নিয়ে বন্ধুমহলসহ বিজ্ঞজনদের অনেকেই ঠাট্রাতামাশাও করেছিলেন উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন,কিন্তু ৯৩ সালের মধ্যে ঢাকাসহ মফস্বল পত্রিকাগুলো কম্পিউটারে প্রকাশের মাধ্যমে হাস্য ঠাট্টার জবাবটি দিতে সক্ষম হয়েছিলাম। ভৈরব এর মতো একটি উপজেলা থেকে গত ১৪ বছর যাবৎ সাপ্তাহিক জনপদ পত্রিকাটির প্রকাশনা অব্যাহত রাখার জন্য মন্ত্রী পত্রিকাটির সম্পাদক আসাদুজ্জামান ফারুককে ধন্যবাদ জানান।

          সাপ্তাহিক জনপদ পত্রিকার সম্পাদক আসাদুজ্জামান ফারুকের সভাপতিত্ব করেন।

         মন্ত্রী পত্রিকাটির অব্যাহত অগ্রযাত্রার অগ্রযাত্রার আশাবাদ ব্যক্ত করে আনুষ্ঠানিকভাবে অনলাইন ভার্সনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

#

শেফায়েত/গিয়াস/খোরশেদ//২০২০/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                              নম্বর : ২৫১০

**পল্লী উন্নয়ন একাডেমী মহাপরিচালকের মৃত্যুতে এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রী ও সচিবের শোক**

 ঢাকা ২৭ আষাঢ় (১১জুলাই) :

 পল্লী উন্নয়ন একাডেমী’র (আরডিএ, বগুড়া) মহাপরিচালকের (অতিরিক্ত সচিব) মৃত্যুতে গভীর শোক ও দু:খ প্রকাশ ক‌রে‌ছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য এবং সচিব মো. রেজাউল আহসান।

 শোকবার্তায় প্রতিমন্ত্রী বলেন, মরহুম মো: আমিনুল ইসলাম অত্যন্ত সততা দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর সুদক্ষ নেতৃত্বে আরডিএর প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা লাভ করেছে। আরডিএ সুনির্দিষ্ট ভিশন ও মিশন বাস্তবায়নে তাঁর অবদান অত্র মন্ত্রণালয় গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে। তাঁর মৃত্যুতে দেশ একজন দক্ষ ও দেশপ্রেমিক প্রশাসককে হারালো। ।

 পৃথক শোকবার্তায় সচিব মো. রেজাউল আহসান বলেন, আরডির ডিজি যোগদানের স্বল্প সময়ের মধ্যে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার "আমার গ্রাম, আমার শহর" বিনিমার্ণে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা সহ সরকারের নীতি ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেন। তিনি  রাষ্টীয় দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ডেও ছিলেন সমানভাবে সক্রিয়। তাঁর কর্মদক্ষতা ও সততার জন‍্য এ বছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার অর্জন করেন। তাঁর মৃত‍্যুতে অত্র মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী গভীরভাবে শোকাহত।

 প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য ও সচিব মরহুমের বিদেহী শান্তি কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

 উল্লেখ্য তিনি গত ২৯জুন থেকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে রাজশাহী মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সকাল ৯ টা ৩০ মিনিটে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও দুই ছেলে সহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।

#

‌আহসান/গিয়াস/খোরশেদ/২০২০/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                              নম্বর: ২৫০৯

**বাণিজ্যিক আচরণ এবং অভিবাসী কর্মীগণের প্রতি মানবিকতা প্রদর্শণ করতে হবে- রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা**

**নিউইয়র্ক, ১১ জুলাই, ২০২০:**

 জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা বলেছেন; কোভিড-১৯ সংকটকালে দায়িত্বশীল বানিজ্যিক আচরণ এবং অভিবাসী ও অভিবাসী কর্মীদের জীবন-জীবিকা সুরক্ষায় মানবিকতা প্রদর্শণের জন্য উন্নয়ন ও ব্যবসায়িক অংশীদারদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং নারীর ক্ষমতায়নে আমাদের যে অর্জন তা আজ তীব্র ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। এটি অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সংরক্ষণবাদের সময় নয়; এটি বৈশ্বিক সংহতিকে বহুগুণে বৃদ্ধি করার সময়।

 বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) জাতিসংঘে চলমান উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক ফোরাম (এইএলপিএফ) এর একটি সাইড ইভেন্টে  এসব কথা বলেন তিনি। দারিদ্র্য বিমোচনে বৈশ্বিক অগ্রগতি অব্যাহত রাখা ও এগিয়ে নেওয়া: কোভিড-১৯ এর সঙ্কট মোকাবিলা –শীর্ষক এই ভার্চুয়াল সাইড ইভেন্টির আয়োজন করে কানাডা।

রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, সরকারের গৃহীত দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলসমূহ তুলে ধরেন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা করে ঘুরে দাঁড়ানোর সক্ষমতা বিনির্মাণ ইত্যাদি সুধিজনদের সামনে তুলে ধরেন বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি।

ইভেন্টটিতে ‘দারিদ্র্য বিমোচন’, ‘কোভিড-১৯ থেকে পূনরুদ্ধার ও নতুন করে যাত্রা শুরু’, ‘এসডিজি-১: কোনো দারিদ্র্য নয় -এর অব্যাহত অগ্রগতি’ -এসকল পরস্পর সম্পর্কযুক্ত । এতে যোগ দেন কানাডার শিশু, পরিবার ও সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী আহমেদ হুসেন। তিনি বৈশ্বিক দারিদ্র্য বিমোচন ও নাজুক উন্নয়নশীল দেশসমূহ যেমন এলডিসি ও ক্ষুদ্র উন্নয়নশীল দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে ঘুরে দাঁড়ানোর সামর্থ্য বিনির্মাণ এবং অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মধ্যম সারির ব্যবসা উন্নয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রণালয়সমূহ ও বেসরকারি খাতের উন্নয়নে কানাডা সরকারের প্রতিশ্রুতি পূনর্ব্যক্ত করেন।

রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন পদক্ষেপসমূহ এই মহামারিতে ক্ষতির মধ্যে পড়তে পারে। বাংলাদেশের কোভিড-১৯ পরবর্তী পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে দারিদ্র্য বিমোচন। উন্নয়নশীল দেশের উৎপাদনশীলতা বজায় রাখা,  প্রতিকূলতা সহনশীল অবকাঠামো উন্নয়ন, অর্থনীতির বৈচিত্র্যকরণ, এবং চাকুরির সুযোগ সৃষ্টির মতো বিষয়গুলোতে সহায়তা প্রদানে উন্নয়ন অংশীদার, বহুপাক্ষিক দাতাগোষ্ঠী, ও বেসরকারি খাতকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান রাষ্ট্রদূত ফাতিমা।

কোভিড-১৯ মহামারির কারনে অসমতা ব্যাপকতর হচ্ছে মর্মে উদ্বেগের কথা জানান কানাডার সিনিয়র অ্যাসোসিয়েট ডেপুটি মিনিস্টার ক্যাথরিন অ্যাডাম। তিনি এক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। অনেক বক্তা তাঁদের বক্তব্যে বাস্তবভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচনে সফলতা অর্জনের জন্য বাংলাদেশের প্রশংসা করেন।

#

গিয়াস/খোরশেদ/২০২০/১১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                    নম্বর : ২৫০৮

**করোনা পরিস্থিতিতে ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত**

ঢাকা, ২৭ আষাঢ় (১১ জুলাই) :

       করোনা পরিস্থিতিতে সৃষ্ট দুর্যোগে সারাদেশের সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘবে মানবিক সহায়তা হিসেবে ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত রেখেছে সরকার। এ পর্যন্ত সারা দেশে দেড় কোটির বেশি পরিবারকে ত্রাণ সহায়তা দেয় হয়েছে।

         ৬৪ জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১০ জুলাই পর্যন্ত সারাদেশে চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে দুই লাখ ১৪ হাজার ৪৮৬ মেট্রিক টন এবং বিতরণ করা হয়েছে এক লাখ ৯৮ হাজার ৪৫১ মেট্রিক টন। এতে উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা এক কোটি ৬৮ লাখ ৮৫ হাজার ৪০৬ এবং উপকারভোগী লোকসংখ্যা সাত কোটি ৩৮ লাখ ৮৩ হাজার ৬৩৭ জন।

         শিশুখাদ্য সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১২৫ কোটির বেশি টাকা। এরমধ্যে সাধারণ ত্রাণ হিসেবে নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৯৮ কোটি ৩৮ লাখ ২৮ হাজার ১৬৪ টাকা এবং বিতরণ করা হয়েছে ৯৪ কোটি ৯১ লাখ ৭০ হাজার ৩০ টাকা । এতে উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা এক কোটি এক লাখ ১৯ হাজার ৮৯৬ এবং উপকারভোগী লোক সংখ্যা চার কোটি ৪৪ লাখ ২৫ হাজার ৯৯ জন।

        শিশু খাদ্য সহায়ক হিসেবে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ২৭ কোটি ২২ লাখ টাকা এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ২৬ কোটি ৪০ লাখ ০১ হাজার টাকা। এতে উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা আট লাখ ৪৮ হাজার ৬৫৪ এবং উপকারভোগী লোকসংখ্যা ১৮ লাখ ৩১ হাজার ৪৫৪ জন।

#

সেলিম/গিয়াস/খোরশেদ/২০২০/১০৩০ ঘণ্টা